তারিখ 04 NOV 2016
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

দৈনিক
আমাদের সময়

পিপিপির মাধ্যমে নির্মাণ হবে মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

এম এইচ রবিন ●

দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমপিওর মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে সরকার। তবে এসব প্রতিষ্ঠানের একক সুবিধাভোগী হচ্ছেন উদ্যোক্তারা। মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। এর ফলে সরাসরি সরকারি এবং বেসরকারি অংশীদারিত্বে (পিপিপি) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দেশের বিভাগীয়, জেলা এবং উপজেলায় সাধারণ মানুষের জন্য কম খরচে মানসম্পন্ন শিক্ষার সুযোগ তৈরি করতে পিপিপিতে করা হবে আবাসিক স্কুল।

সরকারের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। তবে এমন উদ্যোগ বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ নিতে হবে সরকারকে। দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সাধারণ ও বিশেষায়িত হাসপাতাল, সড়ক ও রেলপথ এবং বড় বড় সেতু নির্মাণ দরকার। এ জন্য বেসরকারি খাত পিপিপিতে আকৃষ্ট করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে সরকারকে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) তথ্যানুযায়ী, পিপিপি পদ্ধতিতে নির্মাণকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হবে মাধ্যমিক স্তরে। এগুলো হবে রেসিডেনসিয়াল স্কুল। প্রকল্পের প্রথমে দেশের বিভাগীয় শহরে এমন স্কুল স্থাপন করা হবে। পরে জেলা এবং উপজেলায়ও এর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে এমন স্কুল স্থাপন করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মাউশির 'সেসিপ' (মাধ্যমিক শিক্ষা খাত উন্নয়ন কর্মসূচি) নামে একটি প্রকল্প রয়েছে। এর অধীনে পিপিপি পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ডিপিপি (ডিটেইল প্রজেক্ট প্ল্যান) তৈরি করা হচ্ছে। ২৭ অক্টোবর এ বিষয়ে একটি কর্মশালাও করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আয়োজনে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, পিপিপির অধীনে স্কুল স্থাপনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মফস্বলে মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাড়ানো।

পিপিপি অনুবিভাগের কর্মকর্তা ও সেসিপের সহকারী পরিচালক হাফিজুর রহমান আমাদের সময়কে জানান, শিক্ষা খাতে এ পিপিপি প্রথা বর্তমানে ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ফিলিপাইন, যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশে বিদ্যমান। বাংলাদেশেও এ প্রথা কার্যকর আছে। কিন্তু একে সেই নামে ডাকা হচ্ছে না। বাংলাদেশে পিপিপির সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত এমপিও (বেসরকারি শিক্ষকদের বেতনভাতা) প্রথা। প্রতিবছর এ খাতে সরকার ১০ হাজার কোটি টাকার বেশি দিচ্ছে। অথচ এসব স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা বেসরকারিভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এ ছাড়া এরপর পৃষ্ঠা ৭, কলাম ৪

পিপিপির মাধ্যমে নির্মাণ হবে

(শেষ পৃষ্ঠার পর) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে ৩১৫ মডেল স্কুল, ১৫০০ বেসরকারি কলেজসহ একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে সরকার তেমন ভূমিকা রাখতে পারছে না আবার এর একক সুবিধাভোগী হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তারা।

হাফিজুর রহমান বলেন, এসব বাস্তবতা সামনে রেখেই এখন পিপিপির অধীনে আবাসিক স্কুল নির্মাণের চিন্তাভাবনা চলছে। এ লক্ষ্যে বর্তমানে ডিপিপি তৈরির কাজ শেষ পর্যায়ে। শিক্ষায় পিপিপি পদ্ধতি অন্তর্ভুক্তি নিয়ে কাজ করছেন পরামর্শক ব্রিটিশ নাগরিক স্টেভেন হর্নস এবং বাংলাদেশের জাহিদুর রহমান। এরা পিপিপি সিস্টেম পর্যবেক্ষণে কয়েকদিন আগে নিউজিল্যান্ড ও মালয়েশিয়া সফর করেছেন।

মাউশির মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান আমাদের সময়কে বলেন, দেশের যেসব জেলায় প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, গবেষণাগার, লাইব্রেরি, আধুনিক শ্রেণিকক্ষ, আইসিটির মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষাদানে পিছিয়ে আছে– এমন এলাকায় মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করার উদ্দেশে পিপিপিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের বিষয়টি গুরুত্ব দেওয়া হবে। পিপিপিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের ধারণা সম্পর্কে শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মোজাম্মেল হক চৌধুরী আমাদের সময়কে জানান, প্রতিবছর বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর মফস্বলে শিক্ষার মানের করুণ দশা সামনে আসে। এ কারণে পিপিপি স্কুল স্থাপনে মফস্বল বেছে নেওয়ার পরিকল্পনাকে স্বাগত জানাই। তবে এ উদ্যোগ বাস্তবায়নে সরকারের অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। কীভাবে তারা বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সম্পৃক্ত করবে।

প্রকল্পের কর্মকর্তারা এ বিষয়ে জানান, দেশসেরা যেসব স্কুল আছে, সেগুলোর আদলে ও সমমানে এসব স্কুল নির্মিত হবে। এ ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোক্তার কাছ থেকে সরকার প্রস্তাব নেবে। সেই প্রস্তাব পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সরকারের সঙ্গে উদ্যোক্তার চুক্তি হবে। পিপিপি হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারি ব্যবস্থা, যেখানে জনগণকে সেবা দেওয়ার উদ্দেশে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ করে থাকে। এতে সরকারের সঙ্গে বেসরকারি খাতের চুক্তি হয় বা সেবা তৈরির জন্য বেসরকারি খাতকে সরকার নিবন্ধন দিয়ে থাকে। নির্মাণ, মালিকানা, পরিচালনা ও হস্তান্তর (বিওওটি); নির্মাণ, পরিচালনা ও হস্তান্তর (বিওটি) এবং নির্মাণ, মালিকানা ও পরিচালনা (বিওও)– পিপিপির এ তিনটি পদ্ধতিই প্রচলিত।

উন্নয়ন গবেষণা কেন্দ্রের গবেষক প্রফেসর অর্থনীতিবিদ সঞ্জয় কুমার বলেন, বিপুল জনগোষ্ঠীর এ দেশে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সাধারণ ও বিশেষায়িত হাসপাতাল, সড়ক ও রেলপথ এবং বড়-বড় সেতু নির্মাণ দরকার। সরকারের একার পক্ষে এগুলো করা কঠিন। এ জন্য বেসরকারি খাত পিপিপিতে আকৃষ্ট করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে সরকারকে। কারণ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনসেবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে পিপিপি পদ্ধতি।

জানা গেছে, ২০১৩ সালের ৯ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী এক সমাবেশে ঘোষণা দিয়ে বেসরকারি প্রাইমারি স্কুল স্থাপনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। চলতি বছরের মে মাসে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয়ের এক বৈঠকে প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত হয়। এর পর এক আদেশের মাধ্যমে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। হাই স্কুল এবং কলেজ স্থাপনেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় রয়েছে কঠোর অবস্থানে। এমন প্রেক্ষাপটে পিপিপির অধীনে প্রতিষ্ঠান স্থাপনের এ উদ্যোগ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা।

২০০৯-১০ অর্থবছরে মহাজোট সরকার প্রথম পিপিপি ঘোষণা করে। ২০১০ সালে পিপিপি নীতিমালা ও কৌশল, ২০১২ সালে পিপিপি কারিগরি সহায়তা অর্থায়ন নীতিমালা (পিপিপি-টিএএফ) এবং ২০১২ সালে পিপিপি-টিএএফ কর্মসূচি এবং গত বছর পিপিপি আইন করা হয়েছে। এর বাইরে পিপিপি প্রকল্প বাস্তবায়নে বেসরকারি খাতকে আকৃষ্ট করতে গঠন করা হয়েছে বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফিন্যান্স ফান্ড লিমিটেড (বিআইএফএফএল) নামের একটি প্রতিষ্ঠান।